পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী জালিয়াতির অভিযোগ

[পাবলিক কেস আইডি: 2026-049-FB-UA]

কেসের সারাংশ

নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে জালিয়াতির অভিযোগের ক্ষেত্রে, মতপ্রকাশের ওপর মেটার মডারেশনের প্রভাব মূল্যায়ন করতে বোর্ড ভারতে নির্বাচনী কারচুপির দাবিসংক্রান্ত একটি কেস নির্বাচন করেছে।

2026 সালের এপ্রিলে একটি ফেসবুক পেজে হিন্দি ক্যাপশনসহ একটি ছবি পোস্ট করা হয়েছিল। ছবিটিতে একটি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের ছবি দেখা যায়, যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) প্রার্থীর নামের পাশের বোতামটির ওপর টেপ লাগানো রয়েছে। সেই সময় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিজেপি বিরোধী দলে ছিল। ক্যাপশনটিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) রাজ্যের 2021 ও 2024 সালের নির্বাচনে জয়ী হতে কারচুপিমূলক কৌশল ব্যবহার করেছিল। ক্যাপশনটিতে ওই রাজ্য নির্বাচনগুলোতে নির্বাচনী জালিয়াতি নিয়ে বিজেপির দাবির বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে—দলটি এসব দাবি ভারতের নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করেছিল, এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক হাইকোর্টও সেগুলো পরীক্ষা করছিল। ক্যাপশনটিতে নির্বাচন কমিশনকে 2026 সালের এপ্রিলের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনেও একই ধরনের কথিত জালিয়াতিপূর্ণ কৌশলের দিকে নজর দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিষয়বস্তুটি যেদিন পোস্ট করা হয়, সেদিনই ভাইরাল হওয়ার সম্ভাবনার কারণে মেটার একটি ক্লাসিফায়ার সেটি শনাক্ত করে পর্যালোচনার জন্য পাঠায়। তবে, বিষয়বস্তুটি মানবীয় পর্যালোচনার জন্য অগ্রাধিকার পায়নি এবং প্ল্যাটফর্মেই থেকে যায়। কয়েক দিন পর, মেটার নির্বাচনী সততা রক্ষার উদ্যোগে পোস্টটি সক্রিয়ভাবে শনাক্ত করা হয় এবং কোম্পানির সংশ্লিষ্ট বাজারের বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞরা দেখতে পান যে এটি ক্ষতিসাধনে সমন্বয় ও অপরাধে উৎসাহ প্রদান কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড লঙ্ঘন করেছে, কারণ এতে এমন সমন্বিত হস্তক্ষেপের আহ্বান জানানো হয়েছিল, যা কোনো ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক নির্বাচন বা আদমশুমারিতে অংশগ্রহণের সক্ষমতাকে প্রভাবিত করবে। এর ফলে পোস্টটি সরিয়ে ফেলা হয় এবং পোস্টকারী ব্যবহারকারী (যিনি পেজটির একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর) ও ফেসবুক পেজ—উভয়কেই একটি স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রাইক দেওয়া হয়।

ফেসবুক পেজটির আরেকজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বিষয়বস্তুটি সরিয়ে ফেলার মেটার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেন। আপিলটি মানবীয় পর্যালোচনার জন্য অগ্রাধিকার পায়নি। এরপর ওই দ্বিতীয় পেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মেটার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ওভারসাইট বোর্ডের কাছে আপিল করেন।

বোর্ডের কাছে দেওয়া বিবৃতিতে দ্বিতীয় পেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জানান যে, বিষয়বস্তুটি "তথ্য জানানো, সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সততা নিয়ে জনআলোচনায় অবদান রাখার" উদ্দেশ্যে শেয়ার করা হয়েছিল। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, তাঁর একই ধরনের পোস্ট বারবার সরিয়ে ফেলা হয়েছে, যা "পেজের দৃশ্যমানতা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রভাবিত করেছে।" ব্যবহারকারী আরও বলেন, ব্যাপক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি প্রয়োগের কারণে "তথ্যভিত্তিক বা আলোচনামুখী বিষয়বস্তু শেয়ার করা" আরও কঠিন হয়ে পড়েছে।

বোর্ড কেসটির প্রতি মেটার দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর, কোম্পানিটি তার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করে এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে পোস্টটি সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল। ফলে, মেটা বিষয়বস্তুটি প্ল্যাটফর্মে পুনর্বহাল করে এবং পোস্টকারী ব্যবহারকারী ও পেজকে দেওয়া স্ট্রাইকগুলো প্রত্যাহার করে।

বোর্ড নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে জনসাধারণের মন্তব্যকে স্বাগত জানাবে:

- ভারতে—বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে—নির্বাচনী জালিয়াতি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট বা ইতিহাস।
- ভারত ও বিশ্বজুড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নির্বাচনী জালিয়াতিসংক্রান্ত মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্যের বিস্তার ও প্রভাব, যার মধ্যে এআই-উৎপাদিত বিষয়বস্তুও অন্তর্ভুক্ত।
- নির্বাচনী জালিয়াতি সম্পর্কে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে কার্যকর নীতি প্রয়োগের সর্বোত্তম পদ্ধতি, বিশেষ করে নির্বাচনী জালিয়াতি নিয়ে প্রতিবেদন করা বা সচেতনতা তৈরি করা পোস্টগুলোর ক্ষেত্রে উপযুক্ত পার্থক্য বজায় রেখে।
- বিশেষ করে নির্বাচনী সময়ে নির্বাচনী জালিয়াতির অভিযোগসংবলিত পোস্ট পর্যালোচনা বা অপসারণের জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষ ও রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে আসা অনুরোধ মেটার কীভাবে পরিচালনা করা উচিত।

বোর্ড তার সিদ্ধান্তে মেটাকে নীতিগত সুপারিশ দিতে পারে। সুপারিশগুলো বাধ্যতামূলক না হলেও, মেটাকে ৬০ দিনের মধ্যে সেগুলোর জবাব দিতে হবে। তাই, এই কেসের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সুপারিশ প্রস্তাব করে এমন জনসাধারণের মন্তব্যকে বোর্ড স্বাগত জানায়।